



বহুনির্বাচনি প্রশ্নাগুরু

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নাগুরু

১। কবি জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস মতে সুচেতনা—

- ক) বিকলের নক্ষত্র
- খ) শাশ্বত রাত্রি
- গ) দূরতর দ্বীপ
- ঘ) দারুচিনি বন

উত্তর: দূরতর দ্বীপ

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস মতে সুচেতনা দূরতর দ্বীপ।

মানুষের শুভ চেতনা বা সুচেতনা দূরতর দ্বীপের ন্যায়, এটি সর্বত্র বিস্তারিত, কিন্তু বিরাজমান নয়। মানুষ শুভ চেতনা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়ায় সুচেতনা আজ এমন অবস্থানে আছে।

২। 'মানুষ তবু ঝণী পৃথিবীরই কাছে' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

- ক) ইহলৌকিকতা
- খ) ভাবালুতা
- গ) সাম্যবাদী চেতনা
- ঘ) পরাবাস্তববাদী চেতনা

উত্তর: ইহলৌকিকতা

ব্যাখ্যা প্রশ্নাগুরু, উক্তিতে ইহলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীব্যাপ্ত অশাস্ত্রিত

মাঝেও পৃথিবীকে নিজেদের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হবে মানুষকে। পৃথিবীর প্রতি মানুষের এই ঝণের অনুভূতিই ইহলৌকিকতা। যে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আমরা বেড়ে উঠেছি, সেই পৃথিবীকে মন্দ না ভেবে তার ঝণ স্বীকার করে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক হওয়াই ইহলৌকিকতা।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তবে পাল খোলো, তবে নোঙর তোলো;
এবার অনেক পথ শেষে সকানী
হেরার তোরণ মিলবে সম্মুখে জানি।

৪। উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে—

- ক) অতীতের মোহমুক্তা
- খ) দেশপ্রেমের চেতনা
- গ) সংকট উত্তরণের প্রত্যাশা
- ঘ) সমকাল নিয়ে হতাশা

উত্তর: সংকট উত্তরণের প্রত্যাশা |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১|

ব্যাখ্যা উদ্দীপক ও কবিতায় সংকট থেকে উত্তোরণের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে।

৫। 'হেরার তোরণ মিলবে সম্মুখে জানি'— উক্তির সাথে 'সুচেতনা' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়?

- ক) এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য
- খ) মানুষ তবু ঝণী পৃথিবীরই কাছে
- গ) সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ
- ঘ) শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়

উত্তর: শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয় |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে হেরার তোরণের জন্য দীর্ঘপথ অনুসন্ধান চালানোর কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন বিলম্ব হলেও একসময় পৃথিবীতে সুচেতনার আলো জ্বলবে। তখনই শাশ্বত রাতের বুকে অনন্ত সূর্যোদয় ঘটবে।

পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসারে Conceptual বহুনির্বাচনি প্রশ্নাগুরু

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নাগুরু

৫। জীবনানন্দ দাশ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ক) কলকাতায়
- খ) খুলনায়
- গ) বরিশালে
- ঘ) রাজশাহীতে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

উত্তর: বরিশালে

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

৬। জীবনানন্দ দাশ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

- ক) ১৮৯৭
- খ) ১৮৯৮
- গ) ১৮৯৯
- ঘ) ১৯০০

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

উত্তর: ১৮৯৯

Note পূর্বের ৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৭। জীবনানন্দ দাশের পিতার নাম কী?

- ক) বিপ্রদাস
- খ) জ্ঞানদাস
- গ) সত্যানন্দ দাশ
- ঘ) জ্ঞানানন্দ দাশ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

উত্তর: সত্যানন্দ দাশ

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশের পিতা সত্যানন্দ দাশ। তিনি ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি। জীবনানন্দ দাশ মায়ের কাছ থেকে কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেন।

৮। জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী?

- ক) কুসুমকুমারী দাশ
- খ) পার্বতী দাশ
- গ) মৃগায়ী দাশ
- ঘ) মৃগালিনী দাশ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

উত্তর: কুসুমকুমারী দাশ

Note পূর্বের ৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৯। জীবনানন্দ দাশ কার কাছে কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেন?

- ক) মায়ের কাছে
- খ) বাবার কাছে
- গ) ভাইয়ের কাছে
- ঘ) দাদার কাছে

উত্তর: মায়ের কাছে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

Note পূর্বের ৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১০। জীবনানন্দ দাশ কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?

- ক) ওকালতি
- খ) ডাক্তারি
- গ) সাংবাদিকতা
- ঘ) অধ্যাপনা

উত্তর: অধ্যাপনা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন।

১১। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় কেমন জগৎ নির্মাণ করেন?

- ক) সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ
- খ) বেদনা ও হতাশার জগৎ
- গ) উচ্চাশা ও উদ্যমের জগৎ
- ঘ) জাঁকজমকপূর্ণ মানবিক জগৎ

উত্তর: সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

ব্যাখ্যা কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন।

ব্যাখ্যা গ্রামবাংলার নিসর্গ বা প্রকৃতির যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্য সাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। তাঁর এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিরুপময়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্ন যত্নণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্যের মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অপ্রতিম কবিভাষ্য সৃষ্টি করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু তাকে 'নির্জনতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উপমা, চিত্রকল, প্রতীক সূজন, আলো আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচিত্র মাত্রার ব্যবহারে তাঁর কবিতা লাভ করেছে অসাধারণত।

১২। কোন কবির কবিতায় আধুনিক জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও হাহাকার স্থান লাভ করেছে?

- (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
- (গ) জীবনানন্দ দাশ
- (ঘ) জসীমউদ্দীন

উত্তর: (গ) জীবনানন্দ দাশ

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৩। জীবনানন্দের কবিতায় কোনটি ব্যবহৃত হয়েছে?

- (ক) অনুভবের বিচিত্র মাত্রা
- (খ) জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ
- (গ) ছন্দোবন্ধ পদ্যরূপ
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

উত্তর: (ক) অনুভবের বিচিত্র মাত্রা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৪। কোন গুণে জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনন্যসাধারণ হয়েছে?

- (ক) প্রতীক সূজনী ক্ষমতা
- (খ) রঙের ব্যবহার
- (গ) উপমা সৃষ্টির ক্ষমতা
- (ঘ) নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রার সংযুক্তি

উত্তর: (ঘ) নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রার সংযুক্তি

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

১৫। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে?

- (ক) বিদ্রোহ
- (খ) সমাজের রীতিনীতির প্রতি আস্থা
- (গ) ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা
- (ঘ) আধুনিক জীবনের চাকচিক্য

উত্তর: (ঘ) ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৬। কোন দিক দিয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতা তুলনার হিত?

- (ক) যন্ত্রণাক্রিষ্ণ নাগরিক জীবন অঙ্কনের দিক থেকে
- (খ) গ্রামবাংলার নিসর্গের ছবি অঙ্কনের দিক থেকে
- (গ) দ্রোহ জাগরণী চেতনার দিক থেকে
- (ঘ) সৌহার্দ ও সম্পূর্ণ প্রকাশের দিক থেকে

উত্তর: (খ) গ্রামবাংলার নিসর্গের ছবি অঙ্কনের দিক থেকে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৭। জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে 'চিরক্রপময়' বলে আখ্যা দিয়েছেন কে?

- (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (খ) বুদ্ধদেব বসু
- (গ) আব্দুল মাল্লান সৈয়দ
- (ঘ) সঞ্জয় ভট্টাচার্য

উত্তর: (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৮। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?

- (ক) শুদ্ধতম কবি
- (খ) তিমির হননের কবি
- (গ) রূপসী বাংলার কবি
- (ঘ) নির্জনতম কবি

উত্তর: (ঘ) নির্জনতম কবি

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

১৯। জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের কবিতা বাঙালির জাতিসভা বিকাশের আন্দোলনে শুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

- (ক) প্রেমবিষয়ক কবিতা
- (খ) নিসর্গবিষয়ক কবিতা
- (গ) শব্দেশবিষয়ক কবিতা

উত্তর: (গ) নিসর্গবিষয়ক কবিতা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশের নিসর্গবিষয়ক কবিতা বাঙালির জাতিসভা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবি পরিচয় ছাড়াও কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে।

২০। কবি ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের পরিচয় রয়েছে কী হিসেবে?

- (ক) ছড়াকার
- (খ) গল্পকার
- (গ) প্রাবন্ধিক
- (ঘ) অনুবাদক

উত্তর: (গ) প্রাবন্ধিক

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ১১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

২১। কোনটি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ?

- (ক) ধূসর পাঞ্জলিপি
- (খ) রৌদ্র করোটিতে
- (গ) শঙ্খমালা
- (ঘ) সীমান্ত ছাড়িয়ে

উত্তর: (ক) ধূসর পাঞ্জলিপি

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম ধূসর পাঞ্জলিপি। জীবনানন্দ দাশের আরও কিছু কাব্যগ্রন্থ: 'ঝরা পালক', 'বনলতা সেন', 'মহাপূর্ণী', 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'রূপসী বাংলা', 'সাতটি তারার তিমির' ইত্যাদি। উল্লেখ্য, 'কবিতার কথা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ এবং 'মালাবান' ও 'সুতীর্ণ' তাঁর বিখ্যাত দুইটি উপন্যাস। এছাড়াও 'জলপাইহাটি' নামেও তাঁর আরও একটি উপন্যাস রয়েছে।

২২। 'বেলা অবেলা কালবেলা' জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের গ্রন্থ?

- (ক) কাব্যগ্রন্থ
- (খ) গল্পগ্রন্থ
- (গ) প্রবন্ধগ্রন্থ
- (ঘ) অনুবাদগ্রন্থ

উত্তর: (ক) কাব্যগ্রন্থ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ২১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

২৩। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

- (ক) বুদ্ধদেব বসু
- (খ) শামসুর রাহমান
- (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

উত্তর: (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ২১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

২৪। 'মাল্যবান' উপন্যাসটি কে রচনা করেন?

- (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (খ) জীবনানন্দ দাশ
- (গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- (ঘ) আখতারজামান ইলিয়াস

উত্তর: (খ) জীবনানন্দ দাশ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ২১নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

২৫। জীবনানন্দ দাশ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

- (ক) দিল্লি
- (খ) কলকাতা
- (গ) বরিশাল
- (ঘ) ঢাকা

উত্তর: (খ) কলকাতা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

২৬। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু তারিখ কোনটি?

- (ক) ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর
- (খ) ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর
- (গ) ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর
- (ঘ) ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর

উত্তর: (ক) ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০।

Note পূর্বের ২৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

২৭। দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে কী আছে?

- (ক) নির্জনতা
- (খ) পাখির কলতান
- (গ) সুরম্য প্রাসাদ

- ২৮। জীবনানন্দ দাশের মতে, দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন সবুজে কী বিবাজ করে?
- (ক) অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
 - (খ) নির্জনতা
 - (গ) পাখির কলতান
 - (ঘ) মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বিত জীবন

উত্তর: **ব** নির্জনতা**Note** পূর্বের ২৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

- ২৯। 'সুচেতনা' কবিতায় দূরতর দ্বীপটি কোথায় অবস্থিত?
- (ক) সকালের নক্ষত্রের কাছে
 - (খ) বিকেলের নক্ষত্রের কাছে
 - (গ) সন্ধ্যার নক্ষত্রের কাছে
 - (ঘ) রাতের নক্ষত্রের কাছে

উত্তর: **ব** বিকেলের নক্ষত্রের কাছে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

Note পূর্বের ২৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৩০। 'সুচেতনা' কবিতায় কবিথাণ ঝাড় রৌদ্রে ঘুরেছে কেন?

- (ক) জীবিকা সংগ্রহের তাগিদে
- (খ) সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে
- (গ) মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসতে
- (ঘ) মানুষকে শ্রেণিসচেতন করে তুলতে

উত্তর: **গ** মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসতে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**ব্যাখ্যা** মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসতে কবিথাণ ঝাড় রৌদ্রে ঘুরেছে।

পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দেওয়া এতটা সহজ কাজ নয়। মানুষের সাথে মানুষের রয়েছে বৈরি সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক এড়িয়ে মানুষকে ভালোবাসা দিতে গিয়ে অনেক ঝাড়-রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ। অর্থাৎ, অনেক ঝাড়-রৌদ্রে কবি প্রাণ ঘুরে পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে গিয়ে।

- ৩১। 'আমি রোদে পুড়ে ঘুরে ঘুরে অনেক কেঁদেছি।'- সুচেতনা কবিতায় কোন চরণকে নির্দেশ করে?

- (ক) না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে
- (খ) দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত ভাই বোন বন্ধু
- (গ) আজকে অনেক ঝাড় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
- (ঘ) আমাদের মতো ঝাঙ্ক ঝাঙ্কিলীন নাবিকের হাতে

উত্তর: **গ** আজকে অনেক ঝাড় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**Note** পূর্বের ৩০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৩২। কবির ভাই বন্ধু পরিজন কার হাতে নিহত হয়েছে?

- (ক) প্রতিবেশির হাতে
- (খ) কবির নিজের হাতে
- (গ) যুদ্ধে যোদ্ধাদের হাতে
- (ঘ) বিদেশি বহিঃশক্তির হাতে

উত্তর: **ব** কবির নিজের হাতে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**ব্যাখ্যা** কবির নিজের হাতে তার ভাই বন্ধু পরিজন নিহত হয়েছেন।

কবি মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে চেয়েছেন। তবে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করা এত সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করার। ভালোবাসার পরিণামে পৌছাতে নিজের আপনজনদের বিরুদ্ধেও রক্তাক্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

- ৩৩। 'সুচেতনা' কবিতায় কবির মতে মানুষ কার কাছে ঝণী?

- (ক) দেশের
- (খ) পরিবারের
- (গ) মহাবিশ্বের
- (ঘ) পৃথিবীর

উত্তর: **ঘ** পৃথিবীর |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**ব্যাখ্যা** 'সুচেতনা' কবিতায় কবির মতে মানুষ পৃথিবীর কাছে ঝণী। যে পৃথিবীতে মানুষ বড় হয়েছে, বসবাস করছে, তার প্রতি মানুষের ঝণকে অঙ্গীকার করার উপায় নেই। পৃথিবীর প্রতি মানুষের এই ঝণ বা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পৃথিবীকে আবার সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে বলে কবি মনে করেন।

- ৩৪। 'সুচেতনা' কবিতায় কার গভীরতর অসুখের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) দেশের
- (খ) সমাজের
- (গ) পৃথিবীর
- (ঘ) রাষ্ট্রের

উত্তর: **গ** পৃথিবীর |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

ব্যাখ্যা 'সুচেতনা' কবিতায় পৃথিবীর গভীরতর অসুখের কথা বলা হয়েছে। সমকালীন পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বৈরিতা-হানাহানি-রক্তপাত সংঘটিত হচ্ছে। পৃথিবীতে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে ঝরাতে হচ্ছে রক্ত। বন্ধুর হাতে বন্ধুর এবং ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত লেগে আছে। পৃথিবীব্যাঙ্গ এই অশান্তিকে কবি পৃথিবীর গভীরতর অসুখ বলেছেন।

- ৩৫। 'সুচেতনা' কবিতায় কার অসুখের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) কবির
- (খ) কবির পরিজনের
- (গ) পৃথিবীর
- (ঘ) দেশের

উত্তর: **গ** পৃথিবীর |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**Note** পূর্বের ৩৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৩৬। কবির মতে পৃথিবীর অসুখ কেমন?

- (ক) গভীরতর
- (খ) দুরারোগ্য
- (গ) অল্প
- (ঘ) অনেক বেশি

উত্তর: **ক** গভীরতর |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**Note** পূর্বের ৩৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৩৭। 'সুচেতনা' কবিতায় কার হাত ধরে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে?

- (ক) মনীষীর
- (খ) শিক্ষকের
- (গ) বুদ্ধিজীবীর
- (ঘ) মুনি-ঝুঁটির

উত্তর: **ক** মনীষীর |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**ব্যাখ্যা** মনীষীদের হাত ধরে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে।

সমকালীন অশান্তিপূর্ণ ও সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীই পৃথিবীর শেষ পরিণাম নয়। কবি মনে করেন পৃথিবীতে একদিন এই পথে সুচেতনার আলো জ্বলবে। মনীষীরা বহু শতাব্দী ধরে চেষ্টা করে সুচেতনার পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটাবেন।

- ৩৮। 'সুচেতনা' কবিতায় কোন পথে আলো জ্বলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে?

- (ক) সৌহার্দের পথে
- (খ) সুচেতনার পথে
- (গ) সম্প্রীতির পথে
- (ঘ) সাম্যবাদের পথে

উত্তর: **ব** সুচেতনার পথে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**Note** পূর্বের ৩৭নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৩৯। "প্রাণহীন বিবর্ণ নগরে, আমি যেন নির্জন দূরতর দ্বীপ,"— চরণটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতাকে নির্দেশ করে?

- (ক) বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ
- (খ) সোনার তরী
- (গ) তাহারেই পড়ে মনে
- (ঘ) সুচেতনা

উত্তর: **ঘ** সুচেতনা |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|**ব্যাখ্যা** প্রশ্নোক্ত চরণটি 'সুচেতনা' কবিতাকে নির্দেশ করে।

- ৪০। কোনটি পৃথিবীর শেষ সত্য নয়?

- (ক) রণ রক্ত বিফলতা
- (খ) রণ রক্ত সফলতা
- (গ) অসুখ ও ক্রমমুক্তি
- (ঘ) রাত্রি ও সূর্যোদয়

উত্তর: **ব** রণ রক্ত সফলতা |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|**ব্যাখ্যা** রণ রক্ত সফলতা পৃথিবীর শেষ সত্য নয়।

সমকালীন পৃথিবীতে অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি চলছে। পৃথিবীতে সংঘটিত এই রণ রক্ত সফলতাকে সত্য বলা হচ্ছে। তবে আশাবাদী কবি বিশ্বাস করেন এটিই পৃথিবীর শেষ সত্য নয়। মানুষ একদিন সুচেতনার অধিকারী হয়ে পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবে, পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে।

- ৪১। 'ত্বর শেষ সত্য নয়'- কথাটি দ্বারা কবির কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- (ক) অবিশ্বাস
- (খ) উদারতা
- (গ) সন্দেহপ্রবণতা
- (ঘ) আশাবাদী

উত্তর: **ব** আশাবাদী |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|**Note** পূর্বের ৪০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

কবিতা-১ম : সুচেতনা

৪২। এই পৃথিবীর রং রক্ত সফলতাকে কবি শেষ সত্য বলে দ্বীকার
করেন না কেন?

- (ক) পৃথিবীর গভীরতর অসুখ বলে
- (খ) কবি আশাবাদী হতে পারছেন না বলে
- (গ) পৃথিবীর ক্রমমুক্তিতে আশাবাদী বলে
- (ঘ) কবি সত্যদ্রষ্টা বলে

উত্তর: (গ) পৃথিবীর ক্রমমুক্তিতে আশাবাদী বলে

Note পূর্বের ৪০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৩। ‘শেষ সত্য নয়’ কোনটি?

- (ক) শুভ চেতনার প্রতিষ্ঠা
- (খ) পৃথিবীর বর্তমান ধর্মসাম্রাজ্য রূপ
- (গ) পৃথিবীতে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা
- (ঘ) মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য

উত্তর: (খ) পৃথিবীর বর্তমান ধর্মসাম্রাজ্য রূপ

ব্যাখ্যা সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি বহু যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানী সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে এই ধর্মসাম্রাজ্য দিকটিই পৃথিবীতে শেষ সত্য নয়। পৃথিবীতে একদিন সুচেতনার আলো জ্বলবে। পৃথিবীতে মানুষের সাথে মানুষের সৌহার্দ্য এবং ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৪। কবির কল্পনায় সুচেতনা কীসের মতো বিচ্ছিন্ন?

- (ক) নদীর মতো
- (খ) গ্রহের মতো
- (গ) দ্বীপের মতো
- (ঘ) সমুদ্রের মতো

উত্তর: (গ) দ্বীপের মতো

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

ব্যাখ্যা কবির ভাবনায় ‘সুচেতনা’ দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন।

কবির ভাবনায় সুচেতনা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এটি সর্বত্র বিস্তারিত কিন্তু বিরাজিত নয়। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেমন মাঝে মাঝে পানির দ্বারা বিভক্ত তেমনি ‘সুচেতনা’ মানব সমাজে আছে, তবে সবার মধ্যে নেই। এখনও সবার মাঝে সুচেতনা তথা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে এই বিচ্ছিন্নতা।

৪৫। কবির মতে, সুচেতনা সর্বত্র বিস্তারিত হলেও বিরাজমান নয় কেন?

- (ক) শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে
- (খ) প্রেম, সত্য ও কল্যাণ নেই বলে
- (গ) সভ্যতার বিকাশ হয়নি বলে
- (ঘ) মানুষের অর্থনৈতিক সমতা আসেনি বলে

উত্তর: (ক) শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

Note পূর্বের ৪৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৬। জীবনানন্দ দাশের মতে, পৃথিবীর গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে
মুক্তির পথ কোনটি?

- (ক) শুভ চেতনা
- (খ) নিসর্গ চেতনা
- (গ) সংগ্রামী চেতনা
- (ঘ) জাতীয় চেতনা

উত্তর: (ক) শুভ চেতনা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

ব্যাখ্যা কবি জীবনানন্দ দাশের মতে পৃথিবীর গভীর অসুখ বা বিপর্যয় থেকে
মুক্তির পথই হলো শুভ চেতনা।

কবি এই শুভ চেতনাকে সুচেতনা বলে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীব্যাপ্ত
অশান্তি হতে রক্ষা পেতে কবির মতে ‘সুচেতনা’ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।
মানুষের মধ্যে সুচেতনা প্রতিষ্ঠিত হলে সে নিজেই পৃথিবী থেকে অশান্তি
দূর করার প্রয়োজন অনুভব করবে। তখন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব
হবে। কবির মতে, ইতিবাচক এ চেতনার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমেই
সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটবে। এতে করে
পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, দূর হবে সমস্ত বিপর্যয়।

৪৭। সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষের মুক্তি ঘটবে কীভাবে?

- (ক) অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে
- (খ) সুচেতনার আলো জ্বেলে
- (গ) যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানির মাধ্যমে
- (ঘ) পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নিয়ে

উত্তর: (খ) সুচেতনার আলো জ্বেলে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

Note পূর্বের ৪৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৮। কবি জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস মতে, সুচেতনা কেমন ধারণা?

- (ক) দূরতম দ্বীপসদৃশ
- (খ) শুন্দি হৃদসদৃশ
- (গ) রহস্যময় দ্বীপসদৃশ
- (ঘ) নির্জন বেলাভূমিসদৃশ

উত্তর: (ক) দূরতম দ্বীপসদৃশ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

ব্যাখ্যা কবির মতে ‘সুচেতনা’ একটি দূরতম দ্বীপসদৃশ ধারণা। এই
‘সুচেতনা’ পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে কিংবা রক্তে নিঃশেষিত নয়। এই
সত্তা পৃথিবীর গভীরতর অসুখকে অতিক্রম করে ইহলোকিক পৃথিবী
মানুষকে জীবন্ত করে তোলে। জীবন্তভূক্তির এই চেতনাগত সত্তা
পৃথিবীর মুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে, মানবসমাজের অব্যাপ্তাকে
নিশ্চিত করবে। শান্তি রাত্রি বুকে অনন্ত সূর্যোদয়কে প্রকাশ করবে।

৪৯। পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয় কোনটি?

- (ক) বিলাসিতা
- (খ) সুচেতনা
- (গ) কুচেতনা
- (ঘ) অচেতনা

উত্তর: (খ) সুচেতনা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

Note পূর্বের ৪৮নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৫০। ‘সুচেতনা’ কীভাবে মানবসমাজের অব্যাপ্তাকে নিশ্চিত করবে?

- (ক) অসাম্প্রদায়িক চেতনার মাধ্যমে
- (খ) দেশাত্মোধ প্রসারের মাধ্যমে
- (গ) পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোক প্রজ্বলিত রেখে
- (ঘ) সাম্যচেতনার আলোক প্রজ্বলিত রেখে

উত্তর: (গ) পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোক প্রজ্বলিত রেখে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭২|

Note পূর্বের ৪৮নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৫১। ‘নির্জনতা’ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) প্রশান্তি
- (খ) জনমানবহীন
- (গ) হতাশা
- (ঘ) নিরাশা

উত্তর: (ক) প্রশান্তি

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

ব্যাখ্যা ‘নির্জনতা’ দ্বারা প্রশান্তিময় অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

‘সুচেতনা’ বা শুভচেতনা দূরতর দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা। কবির মতে
এই দ্বীপ বিকালের নক্ষত্রের কাছে, এই দ্বীপের দারচিনি-বনানীর
ফাঁকে নির্জনতা আছে। কবি এই নির্জনতা দ্বারা দ্বীপের প্রশান্তিময়
অবস্থাকে বুঝিয়েছেন।

৫২। কবি কোন বিষয়ে আশাবাদী?

- (ক) মানবিক পৃথিবী গড়ার
- (খ) প্রাচুর্য আহরণের
- (গ) মুক্ত চেতনা
- (ঘ) ক্ষত সেবে যাওয়ার

উত্তর: (ক) মানবিক পৃথিবী গড়ার

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০, ২৭১|

ব্যাখ্যা কবি মানবিক পৃথিবী গড়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

সমকালীন পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজমান। মানুষ নিহত হচ্ছে মানুষের
হাতে। তবে কবি এগুলোর অবসানের পর একটি মানবিক পৃথিবী
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। কবি মনে করেন সুচেতনার
আলো জ্বেলে একদিন শান্তিপূর্ণ ও মানবিক পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে। কবি
মনে করেন একসময় পৃথিবীব্যাপ্ত অঙ্ককার দূর হয়ে মানবিকতায় পূর্ণ
এক পৃথিবী গঠিত হবে। যাকে কবি বলেছেন ‘শান্ত রাত্রির বুকে অনন্ত
সূর্যোদয়।’ অর্থাৎ চিরদিনের জন্য পৃথিবীর অঙ্ককার দূর হবে।

৫৩। ‘সুচেতনা’ শব্দটি কবি কী অর্থে ব্যবহার করেছেন?

- (ক) সুন্দর চেতনা
- (খ) শুভ চেতনা
- (গ) নারী সম্বোধনে
- (ঘ) প্রেমিকার সম্বোধনে

উত্তর: (খ) শুভ চেতনা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা কবি জীবনানন্দ দাশ সুচেতনাকে ‘শুভ চেতনা’র অর্থে ব্যবহার করেছেন।
কবির মতে ‘সুচেতনা’ হলো শুভ চেতনা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে
ইতিবাচক চেতনা। এই চেতনার আলো জ্বেলেই পৃথিবীর ক

- ৫৪। জীবনানন্দ দাশ সুচেতনাকে দূরতর দ্বীপ রাপে কল্পনা করেছেন কেন?
- (ক) সাধারণের অগম্য বলে
 - (খ) রহস্যময়তা প্রকাশের জন্য
 - (গ) কবির নাবিকসুলভ মানসিকতার কারণে
 - (ঘ) সুচেতনা সকলের মাঝে বিরাজমান নয় বলে

উত্তর: (ঘ) সুচেতনা সকলের মাঝে বিরাজমান নয় বলে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৫৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৫৫। আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়াকে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হলেও শেষাবধি কবির কী মনে হয়েছে?
- (ক) পৃথিবীর শুভ চেতনার কাছে তিনি ঝণী
 - (খ) তিনি পৃথিবীতে প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবেন
 - (গ) তিনি পৃথিবীতে যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানি দূর করবেন
 - (ঘ) শুভ চেতনা পৃথিবীর অসুখ দূর করবে

উত্তর: (ক) পৃথিবীর শুভ চেতনার কাছে তিনি ঝণী |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা পৃথিবীর শুভ চেতনার কাছে তিনি ঝণী হয়ে মানবজন্মের ঘরে আসাকে কবি শেষাবধি গভীরতর লাভ হয়েছে বলে মনে করেন।
কবি মনে করেন, মাটি-পৃথিবীর টানে নিজের অজান্তেই তিনি পৃথিবীতে চলে এসেছেন। পৃথিবীর সাময়িক বিপর্যয় তথা ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে সাময়িকভাবে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম হওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে কাঙ্ক্ষিত মনে হয়নি তাঁর কাছে। তিনি অনুভব করেছেন না এলেই ভালো হতো। তবে তিনি শেষাবধি মনে করেন, যে পৃথিবীতে প্রকৃতির সান্নিধ্য এতটা মধুময়, সেখানে এসে অনেক লাভই হলো। তাঁর মতে এই পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তি শেষাবধি আমাদের গভীরভাবে প্রাপ্তি ও ঝণী করে। কবির শেষাবধি ধারণা জীবনটা অভিশাপ নয় বরং আশ্চর্য। তাই কবি পৃথিবীর প্রকৃতির সান্নিধ্যে অনুপ্রাপ্তি হন এবং জীবনকে সুর্খক বলে মনে করেন।

- ৫৬। পৃথিবীর কোন দিকটি কবিকে প্রাপ্তি ও ঝণী করেছে?

- (ক) পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ
- (খ) পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তি
- (গ) মানবরূপে পৃথিবীতে তাঁর জন্ম নেওয়া
- (ঘ) সভ্যতার ত্রুম্ভাগত বিকাশ

উত্তর: (খ) পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তি |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৫৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৫৭। মাটি ও পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে এসে কবি কী অনুভব করেছেন?
- (ক) এসে ভালোই হলো
 - (খ) এসে খারাপ হলো
 - (গ) না এলেই ভালো হতো
 - (ঘ) না এলেই খারাপ হতো

উত্তর: (গ) না এলেই ভালো হতো |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৫৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৫৮। আপাতভাবে কবির কাছে মানবজন্মকে কাঙ্ক্ষিত মনে হয় না কেন?
- (ক) মানুষের বিরুদ্ধ আচরণে
 - (খ) পৃথিবী দ্বীপসদৃশ বলে
 - (গ) ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে
 - (ঘ) মানবজীবন অর্থহীন হওয়ায়

উত্তর: (গ) ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৫৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৫৯। কবি কীসের টানে মানবজন্মের ঘরে এসেছেন?
- (ক) মাতৃভূমির
 - (খ) মাটি-পৃথিবীর
 - (গ) আপনজনের

উত্তর: (খ) মাটি-পৃথিবীর |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৫৫নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৬০। 'এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্বল' চরণটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

- (ক) রুচি বাস্তবতা
- (খ) আশাবাদ
- (গ) নৈরাশ্য
- (ঘ) অধিবাস্তবতা

উত্তর: (খ) আশাবাদ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তর চরণে কবির আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

পৃথিবীতে যখন মানব-সমাজে অশান্তি তখন কবি প্রকৃতি থেকে সার্ত্তনা খুঁজে পান। মানুষ যতই কল্যাণ হোক পরম সূর্যোকরোজ্বল বাতাস প্রকৃতির সুস্থিতা নির্দেশ করে। ভবিষ্যতে এমন এই সূর্যোকরোজ্বল বাতাসের ন্যায় ভালো মানব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কবির আশাবাদী। আর সেই ভালো মানব-সমাজ গড়ে দেবেন কবির মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের।

- ৬১। ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে কবি কী গড়ে দিতে চান?

- (ক) অস্তিম প্রভাত
- (খ) সুরম্য জাহাজ
- (গ) মানবিক সভ্যতা
- (ঘ) ভালো মানবসমাজ

উত্তর: (ঘ) ভালো মানবসমাজ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৬২। কারা ভালো মানব-সমাজ গড়ে দিবে?

- (ক) মনীষীরা
- (খ) শিল্পীরা
- (গ) বিজ্ঞানীরা
- (ঘ) ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকেরা

উত্তর: (ঘ) ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকেরা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকেরা ভালো মানব-সমাজ গড়ে দিবে।

পৃথিবীর সমকালীন অন্ধকার দূর হয়ে ছায়া আলো প্রতিষ্ঠা পাবে। নতুন এক পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে, যার বাতাস হবে পরম সূর্যোকরোজ্বল। এই পৃথিবী গড়ে দিবে কবির মতো শ্রম সহিষ্ণু ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকেরা।

- ৬৩। মানবজন্মের ঘরে এসে যে কবির গভীরতর লাভ হয়েছে তা কবি কখন বুঝেছেন?

- (ক) কুয়াশার শরীর ছুঁয়ে মেঘ ঢাকা ভোরে
- (খ) ভোরের শিশিরে ভিজে আলোকিত দিনে
- (গ) শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল দিনে
- (ঘ) শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে

উত্তর: (ঘ) শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা সমুজ্জ্বল ভোরে শিশির শরীর ছোঁয়ার পর কবি মানবজন্মের ঘরে এসে যে গভীরতর লাভ হলো সেটি বুঝেছেন।

পৃথিবীর সমকালীন অশান্তি দেখে মানবজীবনের অসারতা সম্পর্কে কবি মনের যে ধারণা, তা প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার পর দূর হয়ে যায়। কবি মনে করেন যেই পৃথিবীর প্রকৃতি এতো সুন্দর, এতো উপভোগ্য, সেই পৃথিবীতে এসে তাঁর গভীরতর লাভই হয়েছে। কবি প্রকৃতির মধ্যেই মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন।

- ৬৪। 'শিশির শরীর ছুঁয়ে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সার্থকতা
- (খ) প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুক্তির সন্ধান
- (গ) শিশিরের উপকারিতা
- (ঘ) সফলতা খুঁজে পাওয়া।

উত্তর: (ঘ) প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুক্তির সন্ধান

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

- ৬৫। 'শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে'- চরণটিতে কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?

- (ক) শিশিরের প্রতি কবির মুক্তি
- (খ) ভোরের প্রতি কবির মুক্তি
- (গ) প্রকৃতির মাঝে মুক্তির স্বাদ লাভ
- (ঘ) শিশিরের মাঝে মিশে যাওয়ার আকুলতা

উত্তর: (ঘ) প্রকৃতির মাঝে মুক্তির স্বাদ লাভ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৬৬। কবি জীবনানন্দ দাশের মতে কীভাবে ভালোবাসার পরিণামে পৌছাতে হয়?

- (ক) সাম্যবাদী চেতনার সাহায্যে
- (খ) ধর্মীয় সম্পূর্ণতির মাধ্যমে
- (গ) স্বাদেশিক বোধের মাধ্যমে
- (ঘ) অনেক রক্তাঙ্গ পথ পাড়ি দিয়ে

উত্তর: (ঘ) অনেক রক্তাঙ্গ পথ পাড়ি দিয়ে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা কবির মতে ভালোবাসার পরিণামে পৌছাতে হয় অনেক রক্তাঙ্গ পথ পাড়ি দিয়ে।

কবি অনেক রুট রোডে ঘুরে মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে চান। এই ভালোবাসা দিতে যেয়ে দেখেন তাঁর হাতেই নিহত হয়েছে তার বন্ধু, ভাই কিংবা পরিজন। অর্থাৎ, প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে যেয়েও পৃথিবীতে ঘটে অগণিত প্রাণহানি ও রক্তপাত। অর্থাৎ অনেক রক্তাঙ্গ পথ পাড়ি দিয়ে পৌছাতে হয় ভালোবাসার পরিণামে।

৬৭। কবির মতে, ভালোবাসার পরিণামে পৌছাতে—

- (ক) শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রাণহানি অপরিহার্য
- (খ) সভ্যতার বিকাশ রক্ত ছাড়া সম্ভব নয়
- (গ) যুদ্ধ-রক্তপাত-প্রাণহানি পৃথিবীর শেষ সত্য
- (ঘ) অনেক রক্তাঙ্গ পথ পাড়ি দিতে হয়

উত্তর: (ঘ) অনেক রক্তাঙ্গ পথ পাড়ি দিতে হয় |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৬৮। 'সুচেতনা' কবিতা মতে, প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও পৃথিবীতে কী ঘটে?

- (ক) অগণিত প্রাণহানি, রক্তপাত
- (খ) ভয়ংকর জাতিবিদ্বেষ
- (গ) নানা মতবাদের দ্বন্দ্ব
- (ঘ) পারম্পরিক অবিশ্বাস

উত্তর: (ক) অগণিত প্রাণহানি, রক্তপাত |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৬৯। পৃথিবীব্যাঙ্গ অঙ্গকার বা অঙ্গের অন্তরালে কী আছে?

- (ক) মুক্তির দিশা
- (খ) মানবজীবনের সার্থকতা
- (গ) পৃথিবীর গভীরতর অসুখ
- (ঘ) অসত্যের বিস্তার

উত্তর: (ক) মুক্তির দিশা |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা পৃথিবীব্যাঙ্গ অঙ্গকার বা অঙ্গের অন্তরালে আছে সূর্যোদয়, মুক্তির দিশা। সুচেতনার বিকাশেই এই আলোকজ্ঞাল পৃথিবীর দেখা মিলবে, এটিই কবির বিশ্বাস। কবির আশাবাদ একদিন পৃথিবীতে সুচেতনার আলো জ্বলে এই অশান্তির পথ ধরেই শান্তি আসবে। চিরদিনের অঙ্গকার দূর হবে।

৭০। শান্তি রাত্রির বুকে অন্ত সূর্যোদয়— পঞ্জিকিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

- (ক) কবির আশাবাদী মনোভাব
- (খ) কবির স্বপ্ন
- (গ) মানবিক চেতনা
- (ঘ) ভাবনা-কল্পনা

উত্তর: (ক) কবির আশাবাদী মনোভাব |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৭১। 'সুচেতনা' কবিতায় অন্ত সূর্যোদয় কী করবে?

- (ক) চিরদিনের অঙ্গকার দূর করবে
- (খ) আলোর অভাব পূরণ করবে
- (গ) সকলকে জাগাবে
- (ঘ) সবকিছু দৃষ্টিগোচর করবে

উত্তর: (ক) চিরদিনের অঙ্গকার দূর করবে |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ৬৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৭২। 'সুচেতনা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে?

- (ক) ঝরা পালক
- (খ) ধূসর পাঞ্জলিপি
- (গ) বনলতা সেন
- (ঘ) মহাপৃথিবী

উত্তর: (গ) বনলতা সেন |Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭২|

ব্যাখ্যা 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি জীবনানন্দ দাশের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

৭৩। জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস—

- i. সুতীর্থ
- ii. পথের পাঁচালি
- iii. মাল্যবান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

ব্যাখ্যা 'সুতীর্থ', 'মাল্যবান' ও 'জলপাই হাটি' জীবনানন্দ দাশ রচিত তিনটি উপন্যাস। তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'কবিতার কথা'। অন্যদিকে 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাঞ্জলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'বনলতা সেন', 'বেলা অবেলা কালবেলা', রূপসী বাংলা তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। উল্লেখ্য, 'পথের পাঁচালি' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস।

৭৪। জীবনানন্দ দাশের কবিতায়—

- i. উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে
- ii. রঙের ব্যবহার হয়েছে
- iii. নগর জীবনের সুবিধা স্থান পেয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

ব্যাখ্যা উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন, আলো আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচ্চির মাত্রার ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশের কবিতা লাভ করেছে অসাধারণত।

কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সৃষ্টি ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে শ্রামবাংলার নিসর্গ বা প্রকৃতির যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁর তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্য সাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিরপময়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচ্চির জ্ঞান ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্যের মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অতুলনীয় কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'নির্জনতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৭৫। জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে—

- i. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরপময় বলেছেন
- ii. শরৎচন্দ্র জীবনবাদী বলেছেন
- iii. বুদ্ধদেব বসু নির্জনতম বলেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

Note পূর্বের ৭৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৭৬। কবি সুচেতনার সঙ্গে যে দ্বীপের সাদৃশ্য দেখেছেন, সেই দ্বীপ—

- i. বিকেলের নক্ষত্রের কাছে
- ii. দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতাপূর্ণ
- iii. মানুষকে লোভ, আধিপত্য ও যুদ্ধ থেকে সাফল্যের শিক্ষা দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০|

ব্যাখ্যা কবি সুচেতনাকে বিকালের নক্ষত্রের কাছে একটি দূরতর দ্বীপসদৃশ বলেছেন। এই দ্বীপ দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতায় পূর্ণ।

কবিতা-১৭ : সুচেতনা

৭৭। 'মানুষ তবুও ঝগী পৃথিবীরই কাছে' চরণে ফুটে উঠেছে-

- i. পৃথিবী থেকে মানুষের প্রাণ্তি কম নয়
- ii. পৃথিবী থেকে দ্রুতই অশান্তি চলে যাবে
- iii. পৃথিবীতে মানুষ আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০]

ব্যাখ্যা 'মানুষ তবুও ঝগী পৃথিবীর কাছে' চরণটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে পৃথিবী থেকে মানুষের প্রাণ্তি কম নয়। মানুষ পৃথিবীর ঝণ মনে রেখে পৃথিবীতে আবারও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ থেকে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন পৃথিবী থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। মানুষ পৃথিবীর এই ঝণ দ্বীকার করলে আবারও শান্তিপূর্ণ মানবিক পৃথিবী গড়তে পারবে। কবি সেই ইঙ্গিতই আলোচ্য চরণে করেছেন।

৭৮। 'সুচেতনা' কবিতায় কবির যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা কবির-

- i. জীবনবোধের প্রতিফলন

- ii. শুভবোধের প্রতি আস্থা

- iii. চেতনানিহিত বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১]

ব্যাখ্যা 'সুচেতনা' কবিতায় কবির দৃষ্টিভঙ্গি কবির জীবনবোধের প্রতিফলন এবং তা কবির চেতনানিহিত বিশ্বাসের ফসল। 'সুচেতনা' কবির দূরতর দ্বীপসদৃশ একটি কল্পনাজাত ধারণা।

৭৯। 'সুচেতনা', তুমি এক দূরতর দ্বীপ/বিকেলের নক্ষত্রের কাছে' পঞ্জক্ষণ্ডয়ে প্রকাশ পেয়েছে-

- i. মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্ব

- ii. সুচেতনা সর্বত্র বিরাজমান নয়

- iii. নিসর্গের সঙ্গে মানবিক বোধের সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: গ) ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১]

ব্যাখ্যা প্রশ্নোক্তি চরণে প্রকাশ পেয়েছে 'সুচেতনা' সর্বত্র বিরাজমান নয় এবং নিসর্গের সঙ্গে মানবিক বোধের সম্পর্ক।

কবির ভাবনায় সুচেতনা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এটি সর্বত্র বিস্তারিত কিন্তু বিরাজিত নয়। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেমন মাঝে মাঝে পানির দ্বারা বিভক্ত তেমনি 'সুচেতনা' মানব সমাজে আছে, তবে সবার মধ্যে নেই। এখনও সবার মাঝে সুচেতনা তথা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে এই বিচ্ছিন্নতা। তাছাড়া এই দ্বীপের সাথে মানুষের বোধের তুলনা কবির শিল্পসার্থকতার প্রমাণ বহন করে।

৮০। কবি মনে করেন, মানুষের শুভ চেতনা-

- i. দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন

- ii. সর্বত্র বিস্তারিত

- iii. সর্বত্র বিরাজমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১]

Note পূর্বের ৭৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৮১। 'দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে' চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে-

- i. রক্তাক্ত পৃথিবীর স্বরূপ

- ii. ভালোবাসা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয় না

- iii. পৃথিবীর অসুখ চিরস্থায়ী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১]

ব্যাখ্যা প্রশ্নোক্তি চরণে প্রকাশিত হয়েছে- ভালোবাসা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং রক্তাক্ত পৃথিবীর স্বরূপ।

পৃথিবীতে অশান্তি-হানাহানি-রক্তপাত সংঘটিত হচ্ছে। পৃথিবীতে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে, মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে যেয়েও বরাতে হচ্ছে রক্ত। অমানবিক পৃথিবীতে রক্তপাত ব্যাতীত ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। কবি আলোচ্য চরণে এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৮২। "এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;/সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ" বলতে কবি বুঝিয়েছেন-

- i. পৃথিবীর মুক্তি সহজ কাজ নয়

- ii. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি সভ্যতার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ

- iii. পৃথিবীর ক্রমমুক্তি দীর্ঘ সময়ের কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১]

ব্যাখ্যা প্রশ্নোক্তি পৃথিবীর যে ক্রমমুক্তির কথা বলা হয়েছে তা সহজ কাজ নয়। দীর্ঘসময় ধরে মনীষীদের অক্রান্ত পরিশ্রমের ফলেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে।

৮৩। 'না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে; -কবির এমন অনুভবের কারণ-

- i. পৃথিবীর চারদিকে সংকট

- ii. পৃথিবীব্যাপ্ত অঙ্ককার

- iii. অঙ্গ শক্তির তৎপরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১]

ব্যাখ্যা পৃথিবীব্যাপ্ত অঙ্ককার বা অশান্তি, চারদিকে সংকট, অঙ্গ শক্তির তৎপরতা বা উত্থান দেখে কবির অনুভব হয়, না এলেই ভালো হতো। মাটি ও পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কবি কখন এসেছেন সেটা জানেন না। তবে পৃথিবীর সমকালীন সার্বিক বিপর্যয়ে তার মধ্যে পৃথিবীতে আসা নিয়ে অনুশোচনা ও জন্মায়।

৮৪। 'সুচেতনা' কবিতায় মানবরূপে জন্ম নেওয়াকে জীবনানন্দ দাশের কাছে আপাতভাবে অনাক্ষিকত মনে হয়েছে-

- i. পেশাগত সংকট প্রত্যক্ষ করে

- ii. ব্যক্তিক সংকট প্রত্যক্ষ করে

- iii. সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

৮৫। 'এসে যে গভীরতৰ লাভ হলো সে-সব বুঝেছি' চৱণে ফুটে উঠেছে—

- i. আমৰা পৃথিবীতে এসেছি এটা সৌভাগ্য
- ii. আমৰা সুন্দৰ পৃথিবীৰ কাছে ঝীলী
- iii. শুভ চেতনা থেকে আমাদেৱ প্ৰাণি অসামান্য
নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তৰ: (ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১

ব্যাখ্যা এসে যে গভীরতৰ লাভ হলো চৱণ দ্বাৰা কবি পৃথিবীতে আসাটা যে আমাদেৱ সৌভাগ্য, পৃথিবীৰ কাছে আমাদেৱ ঝণ এবং পৃথিবী থেকে আমৰা যা পেয়েছি তা কম নয় প্ৰভৃতি বিষয়গুলোৱ ইঙ্গিত দিয়েছেন। পৃথিবীতে সাময়িক অশান্তি বিৱাজ কৱছে। তবে পৃথিবীৰ সুন্দৰ প্ৰকৃতি, এৱ থেকে আমাদেৱ গৃহীত সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি পৃথিবীতে আমাদেৱ আগমনকে সৌভাগ্যেই পৱিণ্ড কৱেছে।

৮৬। সুচেতনাৰ ইতিবাচক আলো প্ৰজলনেৱ মাধ্যমে সকল বিপৰ্যয় থেকে—

- i. পৃথিবী মুক্তি পাবে
- ii. মানুষেৱ মুক্তি ঘটবে
- iii. মুক্তিৰ দিশা মিলবে

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তৰ: (ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১-২৭২

ব্যাখ্যা পৃথিবীব্যাপ্ত বিপৰ্যয়েৱ মূল কাৱণ মানুষেৱ মাৰে সুচেতনাৰ অনুপস্থিতি। সবাৱ মাৰে শুভবোধ জগত হলৈই মুক্তিৰ আলোকিত পথেৱ দেখা মিলবে। পৃথিবীব্যাপ্ত গভীৰ অসুখ বা বিপৰ্যয় থেকে মুক্তিৰ পথই শুভ চেতনা। ইতিবাচক এ চেতনাৰ আলো প্ৰজলনেৱ মাধ্যমেই সকল বিপৰ্যয় থেকে পৃথিবী ও মানুষেৱ মুক্তি ঘটবে এবং মিলবে মুক্তিৰ দিশা।

৮৭। কবি জীবনানন্দ দাশেৱ বিশ্বাস— পৃথিবীব্যাপী অন্ধকাৱ ও অশুভেৱ অন্তৱালেই আছে—

- i. নিৰ্জনতা
- ii. মুক্তিৰ পথ
- iii. আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তৰ: (ঘ) ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১-২৭২

ব্যাখ্যা কবিৰ বিশ্বাস পৃথিবীব্যাপী অন্ধকাৱ এবং অশুভেৱ অন্তৱালেই মুক্তিৰ পথ এবং এ পথেই আবিষ্কৃত হবে ভবিষ্যতেৱ আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী। সমকালীন অশান্তিপূৰ্ণ পৃথিবীই সবকিছুৰ শেষ নয় বলে কবিৰ বিশ্বাস। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য কৱবেন অনেক শতাব্দীৰ মনীষীৱ। কবিৰ মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকেৱ অন্ধকাৱ দূৰ কৱে গড়ে তুলবেন আলোকোজ্জ্বল ভালো মানব-সমাজ।

৮৮। সুচেতনা কবিতায় প্ৰকাশ পেয়েছে—

- i. মানবিক বিপৰ্যয়েৱ স্বৱন্দন
- ii. প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়েৱ চিত্ৰ
- iii. মানবিকতাৰ নতুন সৃষ্টিৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তৰ: (ঘ) i ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১-২৭২

ব্যাখ্যা 'সুচেতনা' কবিতায় মানবিকতাৰ বিপৰ্যয়েৱ স্বৱন্দন এবং মানবিকতাৰ জয়েৱ ব্যাপারে গভীৰ আশাৰাদ ব্যক্ত হয়েছে। 'সুচেতনা' কবিতায় পৃথিবীৰ বিপৰ্যয়কৰ অবস্থাৰ চিত্ৰ পাওয়া যায়। কবি একে পৃথিবীৰ গভীৰ গভীৰতৰ অসুখ বলেছেন। তবে কবি এই অসুখেই পৃথিবীৰ শেষ দেখেন নি। মানবতাৰ জয়েৱ ব্যাপারে কবিৰ অসুখেই পৃথিবীৰ শেষ দেখেন নি। মানবতাৰ জয়েৱ ব্যাপারে কবিৰ অসুখ আস্থা আছে। কবিৰ একান্ত আশাৰাদ একদিন পৃথিবীতে গভীৰ আস্থা আছে। কবিৰ একান্ত আশাৰাদ একদিন পৃথিবীতে সুচেতনাৰ আলো জ্বেলে পৃথিবীৰ এই গভীৰতৰ অসুখ থেকে পৃথিবীৰ অন্ধমুক্তি ঘটালো সম্ভব হবে। 'সুচেতনা' কবিতায় এভাৱে কবিৰ সমাজচেতনাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটেছে।

৮৯। কবি জীবনানন্দ দাশেৱ মতে, সুচেতনা—

- i. দূৰতম দীপসদৃশ ধাৰণা

ii. পৃথিবী থেকে চিৱতৱে হারিয়ে গিয়েছে

iii. যুদ্ধে রক্তে নিঃশেষিত নয়

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(ঘ) ii ও iii

(খ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১-২৭২

উত্তৰ: (ঘ) i ও iii

ব্যাখ্যা কবি জীবনানন্দ দাশেৱ মতে, 'সুচেতনা' দূৰতৰ দীপসদৃশ একটি ধাৰণা। এই ধাৰণা পৃথিবীৰ নিৰ্জনতায় যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়।

৯০। 'পৃথিবীৰ গভীৰ গভীৰতৰ অসুখ এখন' চৱণটিতে প্ৰকাশ পেয়েছে—

- i. মানুষেৱ সভ্যতাৰ ক্ষয়িক্ষণ প্ৰণতা

ii. মানুষেৱ বিপন্ন বৰ্তমান

iii. অনিশ্চিত ভবিষ্যত

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(ঘ) ii ও iii

(খ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭২

উত্তৰ: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা পৃথিবীৰ গভীৰ গভীৰতৰ অসুখ এখন, চৱণে মানুষেৱ সভ্যতাৰ ক্ষয়িক্ষণ প্ৰণতা, মানুষেৱ বিপন্ন অবস্থা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতেৱ বিষয় প্ৰকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীব্যাপ্ত অশান্তি-হানাহানি-রক্তপাত পৃথিবীতে মানুষেৱ সভ্যতাকে ক্ষয়িক্ষণ কৱে তুলছে। ভাইয়েৱ হাতে লেগে রয়েছে ভাইয়েৱ বক্ত, বক্তুৰ হাত রঞ্জিত হচ্ছে বন্ধুৰ রক্তে। এই রক্তপাত একদিকে যেমন মানুষকে কৱে তুলছে বিপন্ন অন্যদিকে ভবিষ্যতকে কৱে তুলছে অনিশ্চিত। এই বিষয়টি বোঝানোৰ জন্যই কবি 'পৃথিবীৰ গভীৰ গভীৰতৰ অসুখ' বলেছেন।

৯১। পৃথিবীৰ গভীৰতৰ ব্যাধিকে অতিক্ৰম কৱে মানুষকে জীবন্ত কৱে রাখে—

- i. মনীষীদেৱ বহুশতাব্দীৰ চেষ্টা

ii. কবিৰ মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকদেৱ শ্ৰম

iii. অশুভবোধেৱ উত্থান

নিচেৱ কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(ঘ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তৰ: (ক) i ও ii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭২

ব্যাখ্যা পৃথিবীৰ গভীৰতৰ ব্যাধিকে অতিক্ৰম কৱে জীবন্ত কৱে রাখে— মনীষীদেৱ বহু শতাব্দীৰ চেষ্টা এবং কবিৰ মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকদেৱ শ্ৰম।

৯২। সুচেতনা হচ্ছে কবির—

- i. নিসর্গ চেতনা
ii. চেতনাগত সত্তা
iii. কল্পনাজাত ধারণা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

(ব) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭২]

ব্যাখ্যা সুচেতনা নামে এক শুভ চেতনার কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। কবির কল্পনায় দ্঵াপের মতো বিচ্ছিন্ন এই চেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা। অর্থাৎ এই শুভ চেতনা সর্বত্র বিস্তারিত, বিরাজমান নয়। চেতনাগত এই সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাখ্যিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক মানুষকে জীবন্যায় করে রাখে।

৯৩। 'সুচেতনা' কবিতা সম্পর্কে বলা যায়—

- i. কবিতায় সমাজচেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়
ii. কবিতাটি আশাবাদী জীবনবোধের পরিচয়বাহী
iii. একটি অসাধারণ প্রেমের কবিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

(ব) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭২]

ব্যাখ্যা সমাজচিন্তার ভালো চেতনাকেই কবি কবিতায় 'সুচেতনা' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবির এই সুচেতন মানুষের জীবনবোধে আশার সংগ্রাম করব।

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নাত্মক

৯৪। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিল পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে। — শেখ ফজলুল করিম

৯৪। উদ্দীপকের সাথে 'সুচেতনা' কবিতার মিল রয়েছে—

- i. চেতনায়
ii. আত্মত্যাগে
iii. বিশ্বাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

(ব) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০]

ব্যাখ্যা উদ্দীপকের সাথে সুচেতনা কবিতার মিল রয়েছে চেতনায় ও বিশ্বাসে। উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রেম ও প্রীতির পুণ্য বাঁধন সুচেতনা কবিতার সুচেতনায় আলোকিত হওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে কবির চেতনা ও বিশ্বাস প্রেম ও প্রীতির পুণ্য বাঁধনে কুড়ে ঘরেও স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর সুচেতনা কবিতায় কবির চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের প্রতি মানবতা, ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে।

৯৫। উপর্যুক্ত মিলের যথার্থতা পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

- (ক) পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
(খ) সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
(গ) এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে
(ঘ) এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্ত্ব

উত্তর: (গ) এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে

Note পূর্বের ৯৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

ব নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সভ্যতার সত্যিকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বহু প্রয়াস। সে উন্নয়নের
শিখরে পৌছাতে প্রয়োজন বহু সময়।

৯৬। উদ্দীপক ও 'সুচেতনা' কবিতার সাদৃশ্যগত ভাবনা কোনটি?

- (ক) মানুষের সভ্যতা চিরস্থায়ী নয়
(খ) সভ্যতা নশ্বর, প্রকৃতি অবিনশ্বর
(গ) সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ বিষয়
(ঘ) সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়ন সময় ও প্রয়াসসাপেক্ষ বিষয়

উত্তর: (ঘ) সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়ন সময় ও প্রয়াসসাপেক্ষ বিষয়

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১]

ব্যাখ্যা উদ্দীপক ও সুচেতনা কবিতার সাদৃশ্যগত ভাবনা হলো সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়ন সময় ও প্রয়াসসাপেক্ষ বিষয়। উক্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ এবং 'আজ নয়, দের অন্তিম প্রভাতে' চরণদয়ে।

৯৭। উক্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে যে চরণে তা হলো—

- i. এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্ত্ব
ii. সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ
iii. আজ নয়, দের দূর অন্তিম প্রভাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) ii ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০]

Note পূর্বের ৯৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

৯৮। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমানে পৃথিবীতে যুদ্ধবিহীন লেগেই রয়েছে। যার.. ফলব্রহ্মপ
অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছে। আজ এই অশান্তি দূর করার একমাত্র
মাধ্যম ভালোবাসা।

৯৮। উদ্দীপকের ভাবের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তোমার পঠিত কোন কবিতার?

(ক) সুচেতনা

(খ) ফের্নয়ারি ১৯৬৯

(গ) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

(ঘ) নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

উত্তর: (ক) সুচেতনা

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০]

ব্যাখ্যা উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'সুচেতনা' কবিতার ভাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে যুদ্ধবিরোধী চেতনা রয়েছে, যা 'সুচেতনা' কবিতায় সুচেতনা বা শুভচেতনা হিসেবে চিহ্নিত। উদ্দীপকে যুদ্ধবিহীন দূরীকরণে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যুদ্ধবিহীন বন্ধ
হতে পারে। সুচেতনা কবিতায় সুচেতনা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে,
যা প্রতিষ্ঠা হলে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর দেখা মিলবে।

৯৯। উক্ত কবিতা ও উপরিউক্ত উদ্দীপকের মূল বিষয়বস্তু—

(ক) শুভ চেতনার জ্ঞাগরণ

(খ) ধৰ্মসাত্ত্ব দিকটিই পৃথিবীর শেষ সত্ত্ব নয়

(গ) সুচেতনার বিকাশেই আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর দেখা মিলবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

[Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১]

Note পূর্বের ৯৮নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

- ধৰ্মস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নৃতন সূজন বেদন

১০০। উদ্দীপকে 'সুচেতনা' কবিতার ফুটে ওঠা দিকটি হলো—

- ধৰ্মসাত্ত্বক দিকটি পৃথিবীর শেষ সত্য নয়
- অগুভের অন্তরালেই আছে মুক্তির দিশা
- পৃথিবীতে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও রক্তপাত ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১|

ব্যাখ্যা উদ্দীপকের কবিতার ফুটে ওঠা দিক হলো: ধৰ্মসাত্ত্বক রূপটিই পৃথিবীর শেষদিক নয়, অগুভের অন্তরালেই আছে মুক্তির দিশা এবং পৃথিবীতে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও ঘটে রক্তপাতের ঘটনা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে ধৰ্মস দেখে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কারণ নৃতন করে সৃষ্টির জন্য পুরাতনকে ভাঙ্গতে হবে, কিছু বেদনও সহ্য করতে হবে। অন্যদিকে, 'সুচেতনা' কবিতায় পৃথিবীর ক্রমাগত অশান্তিকে শেষ পরিণতি ভাবা হয়নি। অগুভ শক্তিকে পরাজিত করে পৃথিবীর শুভ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কবির বিশ্বাস। পৃথিবীতে 'সুচেতনা' তথা মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতেও রক্তপাত ঘটাতে হয় বলে 'সুচেতনা' কবিতায় উল্লেখ রয়েছে। কবির নিম্নোক্ত উক্তিতে উদ্দীপকের আলোচ্য ভাবগুলোর সত্যতা বোঝা যায়—

'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বলে
এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'

১০১। উদ্দীপকের ভাবটি 'সুচেতনা' কবিতার যে চরণে ফুটে উঠেছে—

- (ক) মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে
(খ) পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
(গ) এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে
(ঘ) শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে

উত্তর: (ঘ) এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ১০০নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই।

১০২। উদ্দীপকে উল্লিখিত সাজানো বাগান 'সুচেতনা' কবিতার কোন প্রসঙ্গের প্রতিনিধি?

- (ক) সুচেতনা
(খ) ভালো মানবসমাজ
(গ) দারুচিনি-বন

উত্তর: (খ) ভালো মানবসমাজ

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে সাজানো বাগান দ্বারা 'সুচেতনা' কবিতায় ভালো মানব-সমাজ গঠনের অঙ্গীকারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি এবং তার মতো ক্লান্ত-ক্লান্তিহীন নাবিকেরা একটি ভালো মানব-সমাজ গড়ে তোলা তথা সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে প্রবল আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

১০৩। উদ্দীপক ও 'সুচেতনা' কবিতার মাঝে মিল—

- সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে
- মানবজন্মকে আপাতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুভবে
- প্রবল আশাবাদ প্রকাশে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১|

Note পূর্বের ১০২নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
এই পুষ্পিত কাননে

১০৪। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- (ক) সোনার তরী
(খ) সুচেতনা
(গ) পদ্মা

উত্তর: (খ) সুচেতনা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

ব্যাখ্যা উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সুচেতনা' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ উদ্দীপক ও 'সুচেতনা' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতির মাঝে মুক্তির আনন্দ এবং প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে।

১০৫। উদ্দীপক ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে—

- নৈরাশ্য আশার টানাপোড়েন
- প্রকৃতির মাঝে মুক্তির আস্থাদ
- প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) ii ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ১০৪নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসের অন্য সব ছাত্র যখন একে অন্যের সঙ্গে মারামারি ঝগড়াবাটিতে লিপ্ত, তখন কবির সবার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

১০৬। উদ্দীপকের কবিরের মধ্যে 'সুচেতনা' কবিতার কোন দিকটি লক্ষণীয়?

- (ক) ইহলৌকিকতা
(খ) শুভ চেতনা
(গ) নিসর্গ চেতনা
(ঘ) সাম্যবাদী চেতনা

উত্তর: (খ) শুভ চেতনা

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭২|

ব্যাখ্যা উদ্দীপকে কবিরের মধ্যে 'সুচেতনা' বা শুভ চেতনার দিকটি লক্ষণীয়। 'সুচেতনা' হলো শুভ চেতনা। এই চেতনা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে, সৌহার্দ্যকে প্রকাশ করে। কবিরের মধ্যে প্রতিহিংসার বদলে সুচেতনার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। 'সুচেতনা' কবিতায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটবে বলে কবির বিশ্বাস।

১০৭। উদ্দীপকের কবিরের মানসিকতা 'সুচেতনা' কবিতার যে চরণে ফুটে উঠেছে—

- পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
- এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য
- এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

|Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ২৭১|

Note পূর্বের ১০৬নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।